সংবাদ

তারিখ 05 NOV 2017
পৃষ্ঠা ৬ কলাম ৩

ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের জন্য এত বড় লজ্জার দিন আর নেই

ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের সরকার-সমর্থক শিক্ষকদের নীল দলের সভায় দুটি পক্ষের হাতাহাতি ও কিল-ঘুষির ঘটনায় শিক্ষকদের মধ্যকার দীর্ঘদিনের দলাদলির চূড়ান্ত প্রকাশ ঘটেছে। এ ঘটনায় নিন্দার ঝড় বইছে। প্রকাশ্যে ও সামাজিক যোগাযোগ মাধ্যমে শিক্ষক-শিক্ষার্থীরা মিশ্র প্রতিক্রিয়া জানিয়েছেন। জ্যেষ্ঠ শিক্ষকেরা বলছেন, শিক্ষকদের মধ্যে কথা-কাটাকাটি, উত্তপ্ত বাক্যবিনিময়ের মতো ঘটনা ঘটলেও এ ধরনের হাতাহাতি এই প্রথম।

ছাত্র-শিক্ষক কেন্দ্রের (টিএসসি) ক্যাফেটেরিয়ায় সাবেক উপাচার্য আ আ ম স আরেফিন সিদ্দিকের সমর্থক ও তার বিরোধী পক্ষের শিক্ষকদের মধ্যে এই হাতাহাতি হয় গত বৃহস্পতিবার রাতে। এতে সিনেট সদস্য ও সমাজবিজ্ঞান বিভাগের অধ্যাপক আ ক ম জামাল উদ্দীন আহত হয়েছেন।

গোটা দেশের গর্বের ধন ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ে শিক্ষকদের মধ্যে যে মারামারির ঘটনা ঘটলো তা সম্পূর্ণভাবে অনাকাঙ্ক্ষিত ও অনভিপ্রেত। শুধু তাই নয়, এ ঘটনাটিকে বরং 'দলাদলির চূড়ান্ত রূপ' হিসেবেই বলা যায়। আমরা এর তীব্র নিন্দা জানাই। শিক্ষকরা যেভাবে একজন আরেকজনকে মারতে গেছেন, চেয়ার নিয়ে তেড়ে গেছেন, কিল-ঘুষি মেরে একে অন্যের নাক ফাটিয়েছেন, সেটা অনাকাঙ্ক্ষিত হলেও রাজনৈতিক সভা-সমাবেশে দেখা যায়। ছাত্রদের মধ্যেও মারামারির ঘটনা ঘটে। কিন্তু শিক্ষকরা তো সমাজের পথিকৃৎ, মানুষ গড়ার কারিগর, তারা কেন মারামারি, হাতাহাতি করবে? তাদেরও কি ন্যূনতম পরিমিতিবোধ নেই? নাকি অসংগতির গড্ডালিকা প্রবাহে তারাও সেসব ভুলতে বসেছেন?

প্রাচ্যের অক্সফোর্ড খ্যাত ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় দেশের পরম আরাধ্য বিদ্যাপীঠ। ১৯২১ সাল থেকে এই বিশ্ববিদ্যালয়ে অধ্যাপনা করেছেন বহু প্রথিতযশা গুণীজন, দার্শনিক, গবেষক, বিজ্ঞানী ও বিভিন্ন বিষয়ের পণ্ডিত ব্যক্তি। তাদের সান্নিধ্যে সবসময় সমৃদ্ধ হয়েছে বিশ্ববিদ্যালয় প্রাঙ্গণ। ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের ছাত্ররা সেই গুণী অধ্যাপকদের পদাঙ্ক অনুসরণ করেছেন, পরম্পরা ধরে রেখেছেন। সেই বিশ্ববিদ্যালয়ের যদি এখন এই হাল হয় তবে এর চেয়ে দুর্ভাগ্যজনক আর কিছুই হতে পারে না।

এ ঘটনার কারণ শিক্ষকদের দলাদলি ও স্বার্থের সংঘাত। এটাও স্বীকার্য যে, এ ধরনের লজ্জাজনক প্রতিচ্ছবি সব শিক্ষকের নয়, শিক্ষক নামধারী কিছু স্বার্থান্বেষী ব্যক্তির। তবে বিশ্ববিদ্যালয় অঙ্গনে অধিকাংশ শিক্ষকই এ সম্পর্কে উদাসীন এটা সুস্পষ্ট। যারা শিক্ষক হয়েও শিক্ষকের দায়িত্ব পালন করছেন না এবং যারা ক্ষমতাসীন দলের সঙ্গে সম্পৃক্ত, তারাই সবকিছু নির্ধারণ করেন। শিক্ষক সমিতি অনেক দিন ধরেই একটি মৃতপ্রায় সংগঠন। তারা তাদের যথাযথ কাজ করছেন না অনেকদিন ধরেই। গবেষণাসহ বিভিন্ন বিষয়ে শিক্ষকদের অনিয়ম ও অসংগতির খবর বিভিন্ন গণমাধ্যমে বারবার প্রকাশিত হচ্ছে। এসব বিষয়ে শিক্ষা মন্ত্রণালয় কিংবা শিক্ষা সংশ্লিষ্ট নীতিনির্ধারকদের কোন ইতিবাচক ভূমিকা আছে বলেও মনে হয় না।

আমরা এসব অসংগতির অবসান চাই। আমরা চাই, ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ে শিক্ষার সুষ্ঠু পরিবেশ ফিরে আসুক, শিক্ষকরা নোংরা রাজনীতি ছেড়ে জ্ঞানচর্চায় মনোনিবেশ করুক। এ ব্যাপারে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় কর্তৃপক্ষ, বিশ্ববিদ্যালয় মঞ্জুরি কমিশন এবং শিক্ষা সংশ্লিষ্ট সরকারি নীতিনির্ধারকদের জোরালো ভূমিকা রাখতে হবে। ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় শিক্ষক সমিতিকে আরও দায়িত্বশীল হতে হবে। যদি তা না হয় তবে শিক্ষকদের মারামারির এমন ঘৃণ্য দৃশ্য আমাদের হয়তো আগামীতে আরও দেখতে হবে। হয়তো তখন মারামারির বদলে লাঠালাঠি বা গোলাগুলিও চলতে পারে। কাজেই সাধু সাবধান!